ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'ডানকি' ছাড়া নিজের জন্য কিছু বানাইনি: শাহরুখ খান

পৃঃ ৫

শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করছে আর্জেন্টিনা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৫০ ● কলকাতা ● ০৯ পৌষ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ী

শততম জন্ম জয়ন্তী পালন ভাষা ভবনে

স্টাফ রিপোর্টার নিউজ সারাদিন : ২৫ শে ডিসেম্বর বড় দিনে কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে ভাষা ভবনে এক মহতী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো,ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জির শত তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের মঞ্চে শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় অটল বিহারী

অটলবিহারী বাজপেয়ী মানবতাবাদী পুরস্কার পেল বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ । বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী পুরস্কারটি গ্রহণ করছেন । জাতীয় গ্রন্থাগারে ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী জন্ম শতবার্ষিকী সমিতি আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় ।

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী জন্মশতবার্ষিকী সমিতি আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন বাজপেয়ী জির প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে ও চরণে পুষ্প স্তবক দিয়ে সকলেই শ্রদ্ধা জানান । তার সঙ্গে ভারত

এরপর ২ পাতায়

বাংলায় লোকসভা লড়তে

বেসরকারি পরামর্শ সংস্থায় ভরসা মোদী-শাহের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনে তৃণমূলের সাফল্যের জন্য প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) সংস্থা আইপ্যাক-কে অনেকটাই কৃতিত্ব দেন শাসক শিবিরের নেতাদের একটি বড় অংশ। যে 'সহায়তা' আসন্ন লোকসভা নির্বাচনেও নিচ্ছে শাসক তৃণমূল। তা অপ্রত্যাশিত নয়। যা চমকপ্রদ, রাজ্য বিজেপিও এ বার ভোটের লড়াইয়ে একটি পেশাদার সংস্থার হাত ধরছে।অতীতে অন্য রাজ্যে যে ভাবে এই ধরনের সংস্থা বিজেপির হয়ে কাজ করেছে, তেমন হলে প্রার্থীবাছাই থেকে প্রচার সবকিছুতেই জার্ভিসের ভূমিকা থাকবে। প্রাথমিক ভাবে ওই সংস্থা রাজ্য জুড়ে সমীক্ষা করবে। যে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। বুথ স্তরে বিজেপির 'আসল' শক্তি দেখার সঙ্গে সঙ্গে কোন এলাকায় দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে কেমন বিভাজন, কাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, তা-ও সমীক্ষা করে রিপোর্ট দেবে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বকে। জনবিন্যাস সমীক্ষা করে বিজেপির কোথায় কেমন প্রার্থী দেওয়া উচিত, সে পরামর্শও দিতে পারে জার্ভিস।অতীতেও বিভিন্ন রাজ্যে এমন সাহায্য নিয়েছে বিজেপি। বাংলাতেও সমীক্ষার ক্ষেত্রে পেশাদার সংস্থার ব্যবহার ছিল। কিন্তু এ বার নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্বের 'হ্যাটট্রিক' নিশ্চিত করতে এবং অমিত শাহের দেওয়া ৩৫ আসনের লক্ষ্যে লড়াই করতে পুরোপুরি পেশাদার সংস্থার সাহায্য নিতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি। ইতিমধ্যেই কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় মুম্বইকেন্দ্রিক ভোট-কুশলী সংস্থা 'জার্ভিস টেকনোলজি অ্যান্ড কনসাল্টিং প্রাইভেট লিমিটেড' কাজ শুরু করে দিয়েছে। যদিও রাজ্য নেতৃত্ব এ নিয়ে মুখ খুলছেন না। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই

এরপর ৩ পাতায়

২ ঘণ্টা অন্তর বাংলাদেশ নির্বাচনের

ভোটের হার জানাবে কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর ৭ জানুয়ারি। ভোট ঘিরে ভারতের প্রতিবেশী এই দেশে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা করছেন। পাশাপাশি গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে ততপর সে দেশের নির্বাচন কমিশন। রবিবার ময়মনসিংহে বাংলাদেশের পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী বাবিবুল আউয়াল।

ময়মনসিংহের পুলিশ আধিকারিক এবং প্রার্থীদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেছে নির্বাচন কমিশনার। কোনও বৈঠকেই সাংবাদিকদের ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে কমিশনার জানিয়েছেন, কোথাও কোথাও পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ পেয়েছি। কিন্তু অপ্রীতিকর ঘটনার অভিযোগ নেই। ভোটগ্রহণের সময় কোথাও কোনও কারচুপির অভিযোগ পেলে ভোট বন্ধ করে দেওয়ার কথাও এ দিন জানিয়েছেন বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার।সেই বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘোষণা করেছেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোটের দিন গোটা দেশে নজরদারির কথা জানিয়েছেন। ৭ জানুয়ারি ভোটপ্রক্রিয়ার উপর কমিশন নজরদারি চালাবে বলেও জানিয়েছেন। কত শতাংশ ভোট পড়ল তা প্রতি ২ ঘণ্টা

এরপর ৩ পাতায়

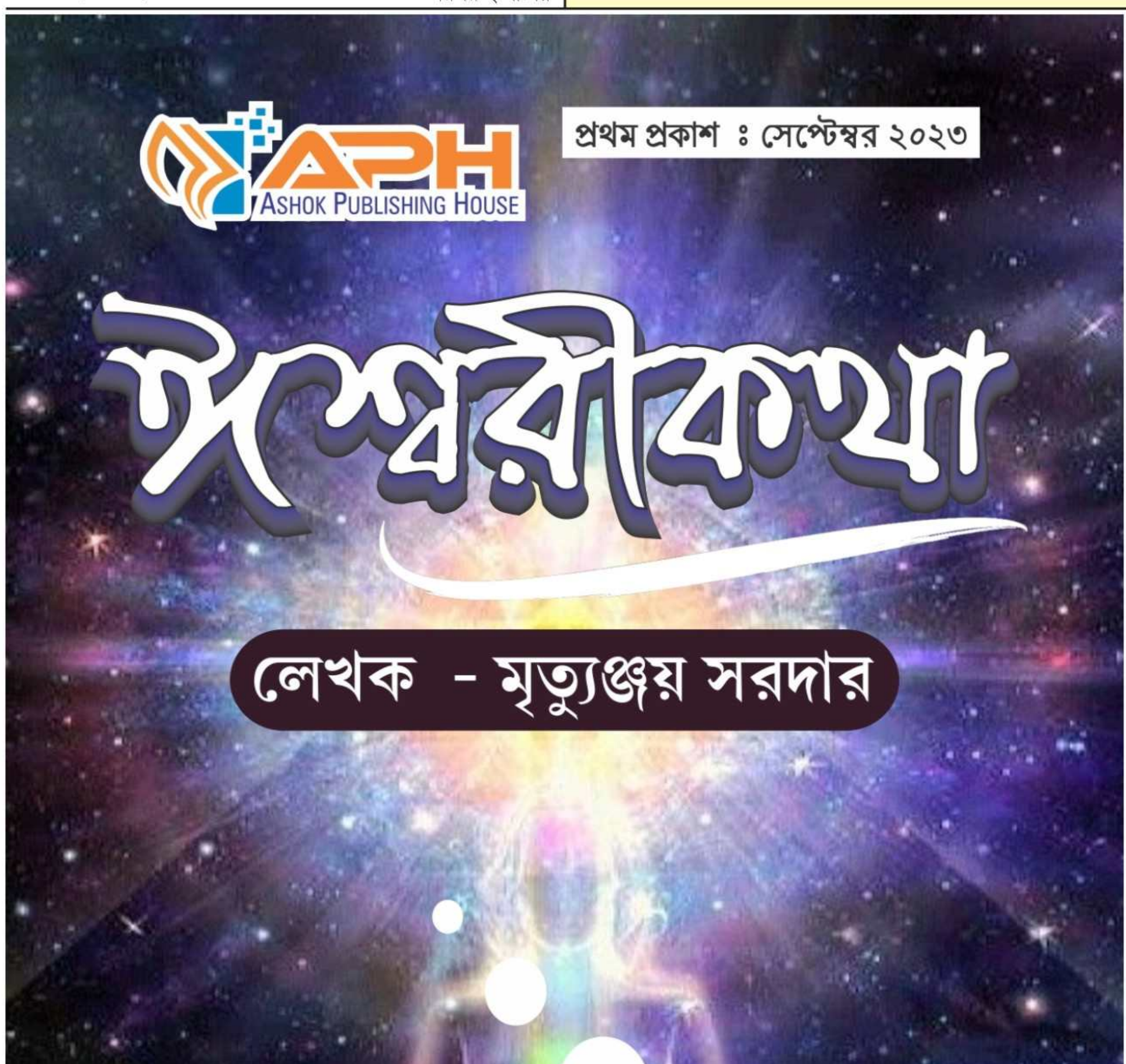

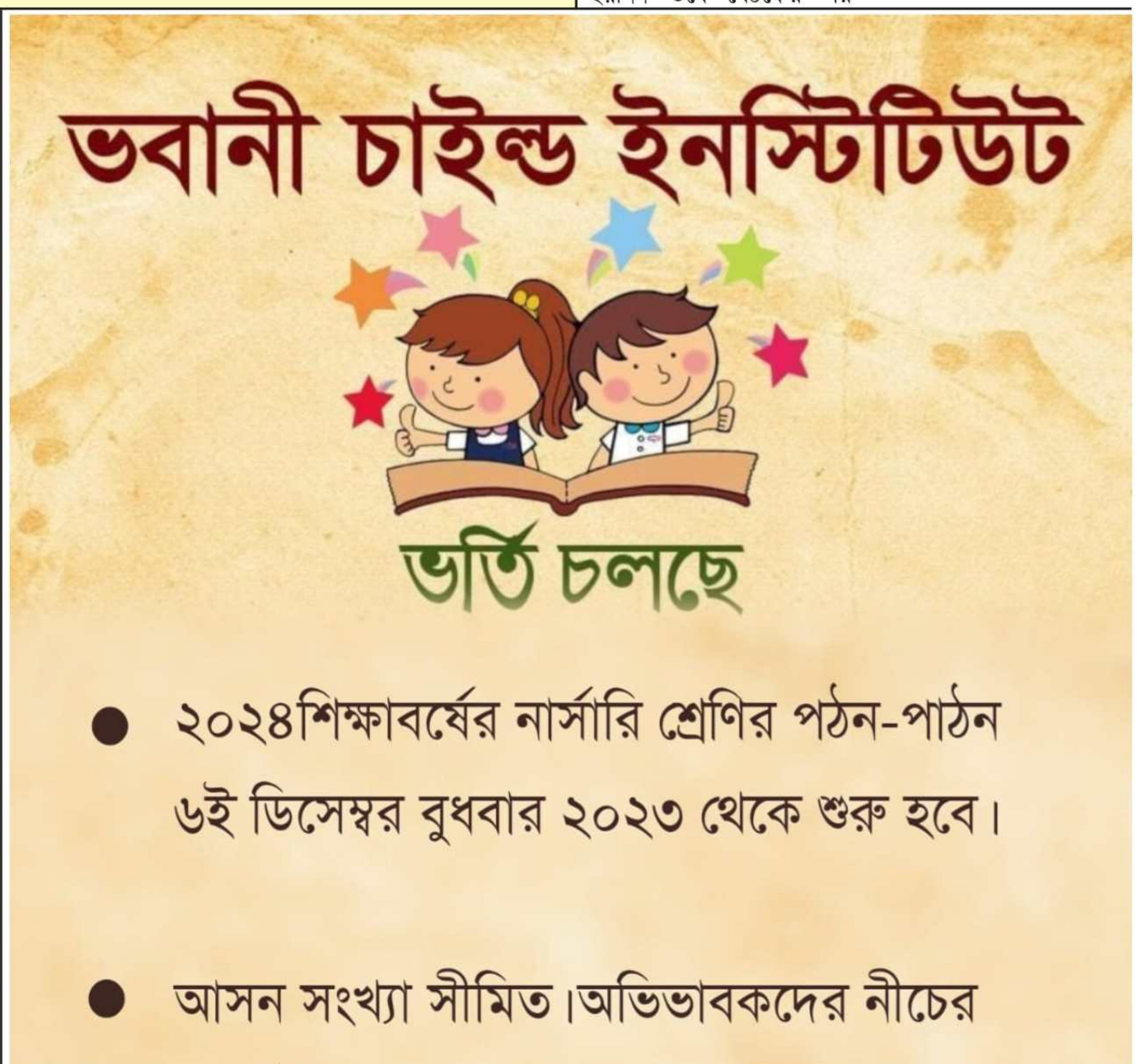

শাহ না হয় সফরে আসছেন,

কিন্তু তাতে লাভ কী হবে, প্রশ্ন বিজেপিতেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাই দেশের যেখানে খুশি যখন খুশি যতবার খুশি যেতেই পারেন। নিত্যদিন ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতেও পারেন। কিন্তু বার বার বাংলা সফরে এসেও তো বাংলার মাটিতে বিজেপিকে তো আর জেতাতে পারছেন না। একুশের ভোটেও পারেননি, পুরনির্বাচনেও পারেননি, পঞ্চায়েতের নির্বাচনেও পারেননি, কোনও লোকসভা বা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও পারেননি।মাস পেরনোর আগেই শাহর ফের এই কলকাতা সফর নিয়ে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'অমিত শাহ-নরেন্দ্র মোদিরা একুশের ভোটের আগে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেছিলেন। তার পরও তৃতীয়বারের জন্য বাংলার ক্ষমতায় আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে এরা যতবার আসবেন, ততবার বাংলার মানুষের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে- নো ভোট টু বিজেপি। বাংলা গণতান্ত্রিক রাজ্য। ওরা আসবেন, ঘুরবেন। বিজেপি চেষ্টা করে ধর্ম, বিভাজনের রাজনীতি করার চেষ্টা করে। আমরা উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি করি। যেখানে যাবেন, সেখানে আশপাশে কোনও বাঙালি মনীষীর মূর্তি থাকলে দেখবেন যেন ওদের দলের কেউ আবার সেই মূর্তি ভেঙে না দেন। সংবাদমাধ্যম এমন মূর্তি দেখলে নজর রাখুন।'একের পর এক সভা করেও বঙ্গ বিজেপির পায়ের নীচে মাটি যোগাতে পারেননি। বরঞ্চ নিজে কিছুদিন আগেই কলকাতার ধর্মতলায় সভা করতে এসে বুঝে গিয়েছেন এ রাজ্যে পদ্মের ওপর আস্থা হারিয়েছে রাজ্যের মানুষ। তবুও আসছেন। তবে আর সভা করছেন না। করবেন খালি মন্দির-গুরুদোয়ারা দর্শন এবং দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে বৈঠক। তাতেই কী ২৪'র ভোট বৈতরনী পার হয়ে যাওয়া যাবে? শাহি সফর ঘিরে প্রশ্ন ঘুরছে খোদ বঙ্গ বিজেপিতেই।আবারও বঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আসছেন না। মধ্যরাতের অন্ধকারে পা রাখতে চলেছেন তিনি শহর কলকাতায়। সেটাও আবার বড়দিনের রাতে। এদিন অর্থাত সোমবার রাত ১১.৪৫: কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছোবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিমানবন্দর থেকে যাবেন নিউটাউনের একটি হোটেলে। মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ নাগাদ মহাত্মা গাঁধী রোডে একটি গুরুদোয়ারায় যাবেন শাহ। বেলা ১১.৩০টায় যাবেন কালীঘাট মন্দিরে। সেখান থেকে নিউটাউনের হোটেলে ফিরে বিজেপির বঙ্গ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। প্রায় ৩ ঘণ্টা বৈঠকের পর আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাবেন শাহ। সেখানে দলীয় বৈঠক সেরে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেবেন। আপাতত এটাই থাকছে শাহি সফরের সূচী। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এতে বাংলার জনমানসে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার উতসাহ কেন বাড়বে, যেখানে একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা খোদ কেন্দ্র সরকারই আটকে রেখেছে!বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, বাংলার ৪২টি লোকসভা কেন্দ্র ধরে ধরে রিপোর্ট তৈরির রাখতে বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কয়েকমাস আগেই রাজ্যে এসে ৩৫টি আসনের টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। উনিশের লোকসভা ভোটে যে আসনগুলোতে বিজেপি হেরেছে, সেগুলির জন্য নতুন স্ট্র্যাটেজি নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৪টে করে আসন পিছু একজন স্পেশাল অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ৪২টি লোকসভা কেন্দ্র ধরে ধরে বিজেপির সাংগঠনিক জেলা তৈরি করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই কেন্দ্র ধরে ধরে রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, শাহের এই সফরের উদ্দেশ্য, আগামী লোকসভা নির্বাচনে বাংলার মাটিতে দলের রণকৌশল চূড়ান্ত করা । রাজ্যের ৪২টি আসনেই কীভাবে দল লড়বে তা ঠিক করা। কীরকম প্রার্থী দিতে হবে, সংগঠনকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কী ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিতে হবে, গোটা বিষয়টি নিয়ে তিনি বৈঠক করবেন।

ফের পশ্চিমবঙ্গ সফরে অমিত শাহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গতকাল রাত পৌনে বারোটা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছবেন তিনি। এরপর বিমানবন্দর থেকে সোজা নিউটাউনের একটি হোটেলে যাবেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি।ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফে রাজ্যের চারটি করে লোকসভা আসন পিছু একজন করে স্পেশাল অবজার্ভার নিয়োগ করেছে। এছাড়াও রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসন ধরে সাংগঠনিক জেলা তৈরি করেছে গেরুয়া শিবির। সেই অনুযায়ী কোন আসনে জয়ের সম্ভাবনা, কোন আসনে তীব্র লড়াই হতে পারে, কোন আসনে হার হতে পারে, তা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আলোচনার সম্ভাবনা।মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ অমিত শাহ যাবেন ভবাণীপুরের একটি গুরুদ্বারে। সেখান থেকে বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন তিনি। সেখান থেকে সোজা নিউটাউনের হোটেলে ফিরে যাবেন।নিউটাউনের হোটেলে বাংলার বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন অমিত শাহ। এই বৈঠক হতে পারে প্রায় ঘন্টা তিনেক। সেখান থেকে বিকেলের দিকে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দলীয় বৈঠকে যাবেন অমিত শাহ। সেখান থেকে বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি।

গতমাসের শেষের দিকে কলকাতায় বিজেপির কর্মসূচিতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ২০২৬-এ রাজ্যে সরকার পরিবর্তন করতে হলে ২০২৪-এ মোদীকে জেতাতে হবে। তিনি রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দুর্নীতি, তুষ্টি ও সিন্ডিকেটের অভিযোগ করেছিলেন।অমিত শাহ এবারের সফরে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে দলের রণকৌশল চূড়ন্ত করবেন বলে সূত্রের খবর। আগের সফরে তিনি প্রত্যেকটা লোকসভা ধরে রিপোর্ট চেয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী, কী রকম প্রার্থী হবে, সংগঠনকে কীভাবে এদিয়ে নিয়ে যেতে হবে, কোনও ধরনের কর্মসূচি নিতে হবে, সেইসব নিয়েই নিউটাউনের হোটেলে আলোচনার সম্ভাবনা। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে অমিত শাহ বক্তব্য পেশ করবেন। গত মাসে ধর্মতলার সভায় তিনি তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করতে গিয়ে বলেছিলেন, মোদীর শাসনে এগিয়ে দেশ, পিছিয়ে বাংলা। দেশের মধ্যে সব থেকে বেশি রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা এই বাংলাতেই। সভায় তিনি ২০২৬-এর টার্গেট বেঁধে দিয়ে বলেছিলেন, দুই-তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে সরকার গঠন করবে বিজেপি।এর আগে বাংলা সফরে এসে অমিত শাহ রাজ্য বিজেপির নেতাদের লোকসভা নির্বাচনে ৩৫ টি আসনের টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন। যদিও ২০১৯-এর নির্বাচনে রাজ্য থেকে বিজেপি ১৮ টি আসন পায়। পরে অবশ্য বাবুল সুপ্রিয় ও অর্জুন সিং দলবদল করেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

অযোধ্যায় রামমন্দিরের পাশেই তৈরি 'যোগী মন্দির'!

ভগবান-রূপী' আদিত্যনাথকে দর্শনে ভিড় রামভক্তদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনের আগে রামমন্দিরের উদ্বোধন আগামী বছর অর্থাত ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে যোগী আদিত্যনাথ। একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। কার্যত রাম-নগরী অযোধ্যাজুড়ে চলছে একেবারে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।প্রভাকর মৌর্যের সঙ্গে ইতিমধ্যে একাধিক রামভক্ত যোগাযোগ করছেন। এমনটাই প্রকাশিত খবরে জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, তাঁরা যোগী মন্দিরে আসতে চান এবং দর্শন ও পূজা করতে চান। এই প্রসঙ্গে প্রভাকর মৌর্য জানিয়েছেন, যবে থেকে রামন্দিরের উদ্বোধনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে তখন থেকে তাঁর কাছে বহু ফোন আসছে। সবাই জিজঙ্গেস করছেন মহারাজের মন্দির ঠিক কোথায় তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, সবাই যোগী মন্দির দর্শন করতে চাইছেন বলেও জানিয়েছেন।একদিকে চলছে মন্দিরের কাজ অন্যদিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে গোটা শহরকে। কিন্তু জানেন কি অযোধ্যা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে তৈরি হয়েছে শ্রী যোগী মন্দির । হ্যাঁ ঠিকই পড়েছেন, এই মন্দিরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মুর্তি । শুধু তাই নয়, প্রত্যেকদিন নিয়ম করে এই হয় পুজো-আরোতি। এমনকি দেওয়া হয় ভোগও। রয়েছে বিশেষ যোগী চালিশাও। আর তা পড়াও হয় যোগীর মুর্তির পাশে বসে। কথায় আছে, অযোধ্যায় ভক্তরা নাকি রাম ভক্ত রামলালার দর্শনের পর যোগী মন্দিরে আসেন। দর্শন করেন 'ভগবান-রূপী' আদিত্যনাথের মূর্তি।

প্রভাকর মৌর্য, যিনি ২০১৪ সাল থেকে যোগীর প্রচারক ছিলেন। তিনি এই মন্দিরটি তৈরি করেছেন। সংকল্প ছিল, অযোধ্যায় শ্রী রাম জন্মভূমিতে যেই তাঁর মন্দির তৈরি করবেন তিনি তাঁর মন্দির বানাবেন। তৈরি হচ্ছে রামমন্দির। পূরণ হয়েছে প্রভাকরের সংকল্পও। আর এই রামমন্দির তৈরির পিছনে যোগী আদিত্যনাথের বড় ভূমিকা রয়েছে। আর সেই সংকল্প অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মন্দির তৈরি করেছেন তিনি।

প্রভাকর মুখ্যমন্ত্রী যোগীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তোলা ছবিগুলিও সংরক্ষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, মন্দিরের প্রচারের জন্য অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করছেন। প্রভাকর জানিয়েছেন, আমি আমার মন্দিরের নাম রেখেছি যোগী মন্দির । আর সেখানে প্রত্যেকদিন যোগী আদিত্যনাথের মূর্তিতে আরতি এবং পুজো করা হয়।

১-ম পাতার পর

শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ী শততম জন্ম জয়ন্তী পালন ভাষা ভবনে

মাতার দেশাত্মবোধক সঙ্গীত অনুষ্ঠানের পরিবেশকে আনন্দমুখর করে তোলে। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিবর্গ দের মধ্যে ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার, প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক দিলীপ ঘোষ, অসীম সরকার, বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী এছাড়া অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্ম শতবর্ষ সমিতির কর্ণধর শ্যামল বনিক সহ আরো অনেকে। অটল বিহারী বাজপেয়ী জির সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছেন ঘনিষ্ঠ ভাবে বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিত্ব, তিনি অটল বিহারী বাজপেয়ী জির সমন্ধে তার চলার পথ, প্রধানমন্ত্রী হয়ে দায়িত্ব পালন, দেশের জন্য নিষ্ঠার কথা বলেন এবং কিছু স্মৃতি চারন করেন। রাজ্য সম্পাদক সুকান্ত মজুমদার অটল বিহারী বাজপেয়ী জির কথা বলেন বিভিন্ন বিষয়ে এবং তিনি বলেন উনি প্রধানমন্ত্রীর যোজনায় রাস্তা সড়ক নির্মাণ রূপায়ণ করেছিলেন বলেই মানুষের আজ পথ চলতে আগের মত কোনো অসুবিধাই হয় না। সাংসদ কবিয়াল অসিম সরকার তিনি অটল বিহারী বাজপেয়ী জিকে নিয়ে গান গাইলেন শ্রোতাদের আনন্দে ভরিয়ে দিলেন। এই মহতী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত উপস্থিত ৩৫ জন অতিথিদের পুষ্প স্তবক, সাড়ক সম্মান দেওয়া হয়।

দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধলেন সেলিম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনের আগে লড়াই-আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করার পাশাপাশি নিজেদের খামতি শুধরে নেওয়া নিয়ে আলোচনা হল সিপিএমের হুগলি জেলা কমিটির দু'দিনের বর্ধিত অধিবেশনে। হরিপালে গোপীনগরে অধিবেশন শুরু হয়েছিল শনিবার। রবিবার, শেষ দিনে হড়া ফুটবল মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশে দুর্নীতি প্রসঙ্গে তৃণমূলের কড়া সমালোচনা করেন সিপিএমের

এরপর ৩ পাতায়

বাড়ছে করোনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গে এখনও অবধি ৯ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। মাস্ক পরার পরামর্শ স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের। তারমধ্যেই আজ, সোমবার সন্ধ্যা থেকেই পার্ক স্ট্রিটে যান চলাচল বন্ধ বলে জানিয়ে দিল পুলিশ। সঙ্গে পার্ক স্ট্রিটকে 'ওয়ান ওয়ে ওয়াকিং স্ট্রিট' করে দিল প্রশাসন। আজ বড়দিনের সন্ধ্যায় ভিড় সামলাতেই এই সিদ্ধান্ত। কারণ, সন্ধ্যার পার্ক স্ট্রিটে আলোকসজ্জা দেখতে ভিড় জমায় সারি সারি মানুষ।

১-ম পাতার পর

২ ঘণ্টা অন্তর বাংলাদেশ নির্বাচনের ভোটের হার জানাবে কমিশন

অন্তর কমিশন জানাবে বলেও ঘোষণা করেছেন নির্বাচন কমিশনার। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, "বাংলাদেশের নির্বাচনে ভোটগ্রহণের হার প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর প্রকাশ করা হবে। কোথায় দুপুর ২ টোয় ৩০ শতাংশ ভোট পড়েছে। আর ৩টেয় ৯০ শতাংশ ভোট পড়ে। তাহলে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না।"

১-ম পাতার পর

বাংলায় লোকসভা লড়তে বেসরকারি পরামর্শ সংস্থায় ভরসা মোদী-শাহের

নির্বাচনী লড়াইয়ের নিজস্ব কৌশল থাকে। সেটা দলের একেবারে অভ্যন্তরীণ বিষয়। সংবাদমাধ্যমের কাছে বলার জন্য নয়।"নীলবাড়ির লড়াইয়ে দলের নেতাদের দেওয়া তথ্যে ভিত্তি করেই ভোট লড়েছিল বিজেপি। ক্ষমতায় আসা দূরে থাক, বাংলায় আশানুরূপ ফলও পায়নি তারা। পরে ভোট পর্যালোচনা করতে গিয়ে দলের সেই 'ত্রুটি' ধরা পড়ে। জানা যায়, জেলা থেকে রাজ্য হয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে যে তথ্য-পরিসংখ্যান পৌঁছেছিল, তার সঙ্গে বাস্তবের ফারাক ছিল অনেক। তার ফলে অনেক আসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা যায়নি বলে দলেই আলোচনা হয়েছিল। এ বার তাই প্রথম থেকেই 'নিরপেক্ষ' সংস্থার তথ্যের উপর ভিত্তি করে আসনভিত্তিক পরিকল্পনা করতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি।সংস্থাটি মূলত পরিসংখ্যান নিয়েই কাজ করে। বিজেপির জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান দেওয়ার পাশাপাশি প্রচারে কোন এলাকায় কোন বিষয়ে প্রাধান্য দিতে হবে তা-ও ঠিক করবে তারা। পাশাপাশিই জারভিস বিজেপির হয়ে 'লাভার্থী' খোঁজায় সহায়তা করবে। অর্থাত, প্রথম ও দ্বিতীয় মোদী সরকারের আমলে কারা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের 'লাভ' পেয়েছেন, তার হিসাবও দেবে জার্ভিস। সেই সঙ্গে ঠিক করে দেবে কোন আসনে কেন্দ্রের কোন 'সাফল্য' প্রচার করলে নির্বাচনে সাফল্য আসবে।ওই সংস্থার সঙ্গে অবশ্য রাজ্য বিজেপির কোনও চুক্তি হয়নি। হয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপির। সামগ্রিক ভাবে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জার্ভিস বিজেপির লোকসভা নির্বাচনের 'ব্যাক অফিস' সামলাবে। দলের তরফে তার দায়িত্বে রয়েছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল। তিনি আবার বাংলারও দায়িত্বে। আর জার্ভিসের পক্ষে গোটা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন সংস্থার কর্তা দিগ্‌গজ মোগরা। বিজেপি সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বাংলার নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছেন দিগ্‌গজ। কলকাতায় তো বটেই, জেলায় জেলায় জার্ভিসের দফতর খোলার পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছে। রাজ্য বিজেপি প্রথম বার আলাদা কর্মী নিয়োগ করে 'কল সেন্টার' বানিয়েছিল ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে। সেই সময়ে দলের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সুব্রত চট্টোপাধ্যায় গোটা বিষয়টি দেখতেন। মধ্য কলকাতার মুরলীধর সেন লেনের রাজ্য দফতরের একেবারে উপরের তলায় সেই 'কল সেন্টার' চলত সকলের চোখের আড়ালে। ২০২১ সালে হেস্টিংসে যে বিশাল নির্বাচনী দফতর খোলা হয়েছিল, তার একটি তলা জুড়ে ছিল কল সেন্টার। সেখানেও সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে এ বার আরও বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেই বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।মুরলীধর সেন লেনের দফতরের কিছুটা অংশ কলকাতা উত্তর জেলা ব্যবহার করবে। বেশি অংশ জুড়ে চলবে জার্ভিসের কাজ। সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে বিজেপি যে নতুন রাজ্য দফতর করেছে, লোকসভা নির্বাচনে সেটিই হবে দলের প্রধান 'ওয়ার রুম'। ওই পাঁচ তলা বাড়ির চারটি তলা নিয়ে প্রথমে বিজেপি দফতর বানায়। চার তলায় ছিল অন্য একটি সংস্থার অফিস। সম্প্রতি সেই তলাটিও বিজেপি নিয়ে নিয়েছে। ওই বাড়ির তিনতলায় গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়েই বিজেপি একটি কল সেন্টার বানিয়েছিল। সেটি থাকছে দলীয় কাজের জন্য। এখন চার তলায় জার্ভিসের দফতর হবে। এ ছাড়াও, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আপাতত ১৭টি দফতর হবে। সেখান থেকে পাশাপাশি জেলার কাজও দেখা হবে। পরবর্তীকালে ৪২টি লোকসভা আসনের জন্য আলাদা আলাদা দফতর খোলারও পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন জার্ভিসের এক কর্তা। তবে এর বেশি কোনও পরিকল্পনা তিনি জানাতে রাজি হননি।গত বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে বিজেপির পক্ষে 'কল সেন্টার'-এর দেখভাল করতেন রাজ্য নেতা দীপাঞ্জন গুহ। এখন সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের সহ-সভাপতি সঞ্জয় সিংহকে। তবে রাজ্য বিজেপি সূত্রের খবর, গোটা বিষয়টি দেখবেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। সোমবার রাতেই কলকাতায় আসছেন শাহ। সঙ্গে আসার কথা সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডারও। সফরসূচি বলছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁদের ফিরে যাওয়ার কথা। এই সময়ের মধ্যে দফায় দফায় রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন নড্ডা ও শাহ। সেখানে জার্ভিস কী কাজ করবে, কী ভাবে করবে সে বিষয়েও আলোচনা হতে পারে।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক

মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের নিরাপত্তার অভাব

(পঞ্চম পর্ব)

তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে,

ক্রমশঃ

জম্মু-কাশ্মীরের শিক্ষার্থীদের

প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সকালে তাঁর বাসভবন ৭, লোক কল্যাণ মার্গে জম্মু-কাশ্মীরের ছাত্র-ছাত্রীদের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় মিলিত হন। জম্মু-কাশ্মীরের সবকটি জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তৈরি এই প্রতিনিধি দলের প্রায় ২৫০ জন পড়ুয়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেন। ভারত সরকারের যুব বিনিময় কর্মসূচি 'বতন কো জানো' অর্থাৎ দেশকে জানো বিনিময় কর্মসূচির অধীনে এই পড়ুয়ারা জয়পুর, আজমীর এবং নতুন দিল্লি সফর করছে। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত - এই বার্তা নিয়ে ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈচিত্রের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায়ের পরিচয় ঘটানোই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। আপালচারিতার সময় তাঁদের এই সফরের অভিজ্ঞতা এবং যে সব জায়গা সফর করেছে, সেই সম্পর্কে জানতে চান প্রধানমন্ত্রী। ক্রীড়া ক্ষেত্রে জম্মু-কাশ্মীরের ঐতিহ্য নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি ক্রিকেট, ফুটবলের মতো খেলাধূলার পাশাপাশি এশিয়ান প্যারা গেমসে তিরন্দাজিতে ৩টি পদক জয়ী শীতল দেবীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। জম্মু-কাশ্মীরের তরুণ প্রতিভাদের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। জম্মু-কাশ্মীরে বিশ্বের উচ্চতম রেল সেতুর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে ওই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। কথা প্রসঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরে চলতি বছরে রেকর্ড সংখ্যক পর্যটকের ভিড়ের কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে যোগাসনের উপযোগিতা এবং নিয়মিত যোগ চর্চার ওপর জোর দেন তিনি।

কিষান ড্রোনের উন্নতি কৃষি ক্ষেত্রে দক্ষ ও

কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষি ক্ষেত্রে ড্রোনের উন্নতি কীভাবে কৃষকদের আয় বাড়িয়েছে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটিয়েছে, তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী মনসুখ মান্ডব্যর একটি প্রতিবেদন ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন:

"কিষান ড্রোনের উন্নতি কীভাবে তরল সারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে এবং এর ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করেছেন।"

২ পাতার পর

দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধলেন সেলিম

রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। ব্রিগেডে ডিওয়াইএফআইয়ের সভার অনুমতি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের মন্তব্য, "যুবরা তাঁদের কাজের, শিক্ষার ও ন্যায়ের দাবিতে এবং খুনের প্রতিকারের জন্য লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন। লড়াই করার জন্য যখন নেমেছি, অনুমতির তোয়াক্কা করি না। সমাবেশ হবে ৭ তারিখে। মানুষের ঢল নামবে। দেখব, কে রুখবে!"

সেলিমের বক্তব্য নিয়ে তৃণমূলের হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন বলেন, "৩৪ বছরে বাংলাটাকে শেষ করে দিয়ে গিয়েছেন ওঁরা। যাঁরা আজ শিক্ষা, যৌবনের কথা বলছেন, তাঁরা একটা প্রজন্মের যৌবন শেষ করে বার্ধক্যে পরিণত করে দিয়েছেন। বাংলার মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাঁদের মুখে এ সব কথা শোভা পায় না।"সেলিম বলেন, "সাধারণ মানুষের একটা বাড়ি করতে গিয়ে জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর শাসকদলের নেতারা টাকা কোথায় রাখবেন, তার জন্য বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। লোক দেখাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ দিনের কাজের টাকা আনতে দিল্লি যাচ্ছেন বলছেন। আসলে মোদীর কাছে গিয়েছেন, যাতে ভাইপো ধরা না পড়ে।" সেলিম ছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মিন্টু বেরা ও জেলা কমিটির সদস্য বন্যা টুডু।

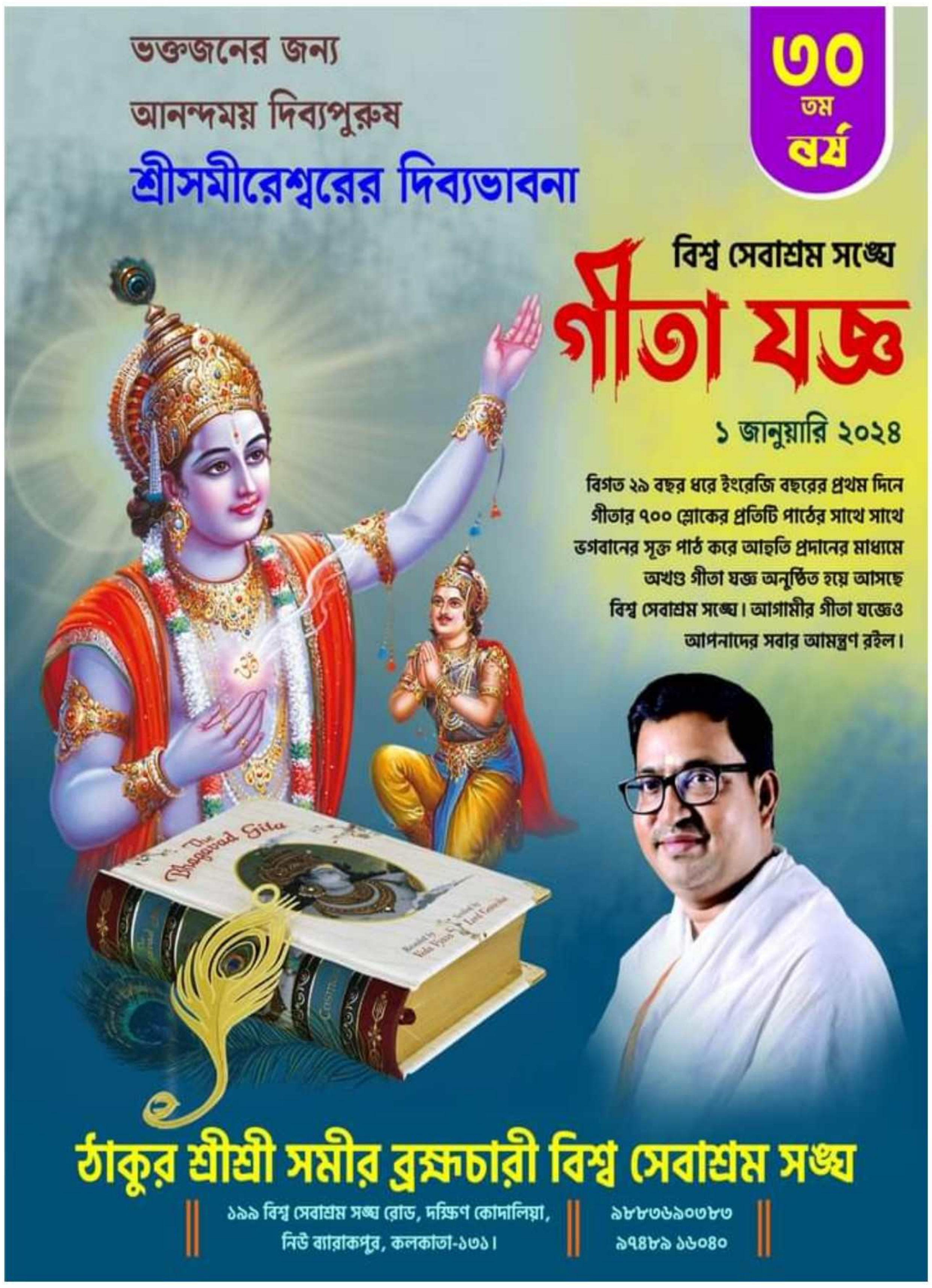

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩৫০ সংখ্যা ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার ০৯ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বড়দিনে শহর জুড়ে গ্রেফতার ৩২৫ জন

উৎসবের আমেজ কলকাতায়। বড়দিন উপলক্ষে কলকাতার পার্ক স্ট্রিট-সহ অন্যান্য জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন অনেকে। কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ সূত্রে খবর, ট্র্যাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে সারা শহর জুড়ে ৪৫৯টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এমনকি মদ্যপান করে দুর্ব্যবহার-সহ অন্যান্য অভিযোগে কলকাতা শহরের এলাকাভিত্তিক পুলিশ ডিভিশনগুলি থেকে মোট ৩২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।বিনা হেলমেটে বাইক চালিয়ে আইন ভাঙার অভিযোগ রয়েছেন মোট ১৩১ জনের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া একসঙ্গে তিন জন মিলে বাইকে চেপে বেরিয়েছিলেন বলে ৮৪ জন আরোহীর বিরুদ্ধে ট্র্যাফিক আইন ভাঙার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মদ্যপান করে গাড়ি চালানো, বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানো এবং অন্যান্য কারণে কলকাতা শহর জুড়ে এখনও পর্যন্ত মোট ২৪৪ জনের বিরুদ্ধে ট্র্যাফিক আইন ভাঙার অভিযোগ দায়ের করেছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ।পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেফতারির পাশাপাশি মোট ৪১.৪ লিটার পরিমাণের মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে আলাদা করে কোনও গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।

মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ, মোহনের ক্যাবিনেটে কৈলাস-সহ ২৮

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ। মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের ক্যাবিনেটে নতুন করে জায়গা পেলেন ২৮ জন। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসে বিধানসভা নির্বাচন হয় মধ্যপ্রদেশে। ৩ ডিসেম্বর ভোটের ফল ঘোষণা হলে দেখা যায় সেরাজ্যে ফের ক্ষমতায় ফিরেছে বিজেপি। মসনদ নিয়ে নানা জল্পনার মাঝেই বিশ্লেষকদের অবাক করে শিবরাজ সিং চৌহানের মতো হেভিওয়েটকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসন দখল করেন মোহন যাদব। মসনদে বসেই ধর্মীয় স্থান থেকে লাউডস্পিকার নিষিদ্ধ করার পর প্রকাশ্যে মাছ-মাংস-ডিম বিক্রিতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন তিনি। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, খাদ্য দপ্তর এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে। প্রাথমিকভাবে আগামী ১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত খোলা জায়গায় মাছ-মাংস-ডিম বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করবে পুলিশ ও স্থানীয় পুর প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরই একের পর এক চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত নেন মোহন।

সোমবার মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল মাঙ্গুভাই সি প্যাটেল রাজভবনে নতুন মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, রাজ্য সভাপতি ভি ডি শর্মা-সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃবৃন্দদের দেখানো পথেই আমরা কাজ করব। ওনাদের নেতৃত্বে আমরা রাজ্যের উন্নতি করব।' শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে সকল নেতারাই রাজ্যেদের উন্নতি সাধনের অঙ্গীকার করেছেন। বলে রাখা ভালো, মোহন যাদবের নতুন ক্যবিনেটে এগারো জন অনগ্রসর শ্রেণির।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এ দেবীর পূজা হয়। দেবীর সঙ্গে থাকা হংস, সেখানে কর্দমজল রূপী পাপ অধিষ্ঠান করতে পারে নাথ পরমাত্মার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। এ-ও মনে করেন অনেক পণ্ডিত, সরস্বতীর কাছেই মানুষের ব্রক্ষজ্ঞানের পাঠ নিতে হবে। তাঁর এক হাতে বীণা (এ কারণেই তিনি বীণাপাণি), অন্য হাতে জ্ঞানের আধার গ্রন্থ; সংস্কৃতি আর শিক্ষা কীভাবেই-না একীভূত হয়েছে! ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে পূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

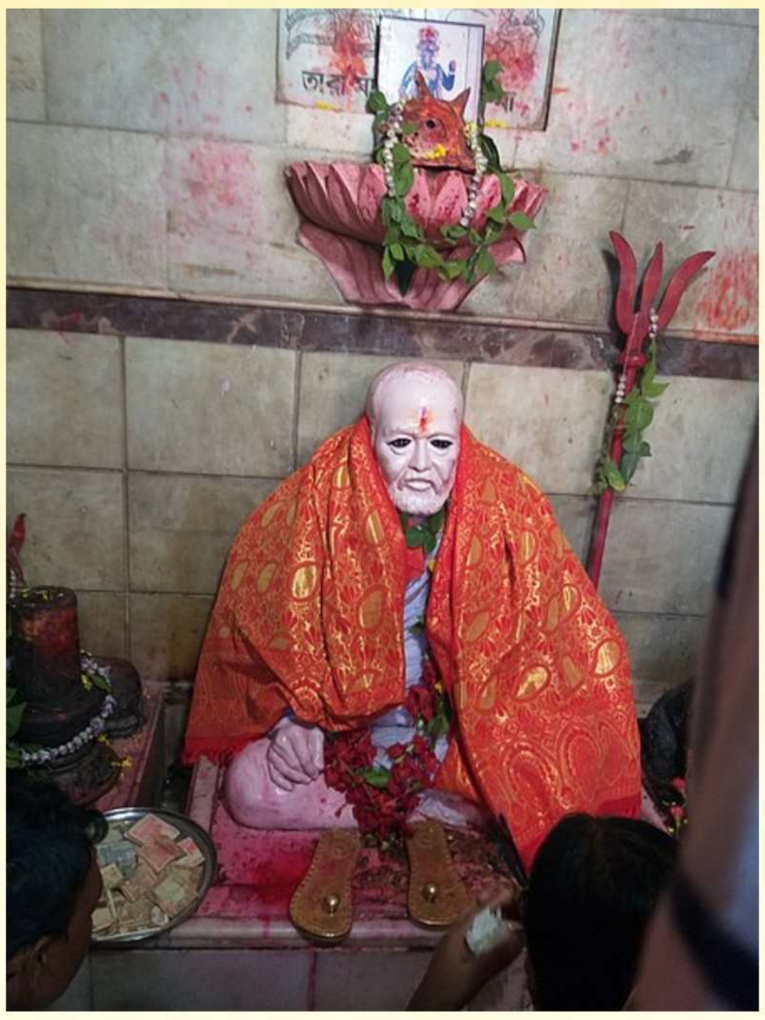

শব্দটিও সংস্কৃত থেকে আগত। 'স্যান্দিনাভিয়া' 'স্কন্দ' থেকে এসেছে । যিনি দেবতাদের প্রধান কমান্ডার হিসেবে ছিলেন । (Viking এবং king) শব্দ দুটি এসেছে সিংহ থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে যে বৈদিক সংস্কৃতির বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ ইউরোপ জুড়ে আবিষ্কৃত কৃষ্ণ, শিব, সূর্যদেব সহ আরও বিভিন্ন মূর্তি। একসময় দেবতা এবং অসুরদের সঙ্গে প্রায় বার বার যুদ্ধ হয়েছিল । পরে ককেশাসের পূর্বদিক দেবতাদের এবং পশ্চিম দিক অসুরদের দেয় । কিছু অসুর সেখানে অবস্থান করেছিল ।ময়দানব তখন অসুরদের রাজ ছিলেন । তার স্থায়ী বসতি ছিল আলাতল লোক (ভূমন্ডলের ১০,৮৮,০০০ কি.মি. দক্ষিনে) যেখানে ফ্লায়িং সসার নির্মিত হয় । ময়দানবের অনুসায়ী মগরা তাদের সেই বসতির স্থানকে 'অমরক' (Amaraka) নামে ডাকত । কেননা অসুরেরা প্রয়ই মনে করে মৃত্যু তাদের কিছুই করতে পারবে না । তাই তারা তাদের মাতৃভূমিকে স্বর্গ মনে করত । আর এজন্যই এই নাম পরবর্তীতে আমেরিগো ভেসপুচিচ (Amerigo vespucci) এটিকে বর্তমানে আমেরিকা নামে পুনস্থাপন করে ।তেমনি ভারতবর্ষের মানচিত্র একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাসে

বীরভূম জেলার রামপুরহাট শহরের কাছে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির নগরী তারাপীঠ” আলোচনায় আমরা ।এই শহরের তান্ত্রিক দেবী মা তারা আর মন্দির সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ।এই মন্দির শাক্তধর্মের পবিত্র একান্ন সতীপীঠের অন্যতম ।ঐতিহ্য ও আরাধনার সাথে যুক্ত সেই মন্দির । কিন্তু প্রশ্ন হল এই পীঠের অবস্থান কোথায় ?তারাপীঠ বীরভূম জেলার মারগ্রাম থানার অধীনস্থ সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ছোট গ্রাম । প্লাবন সমভূমিরে সবুজ ধানক্ষেত্রের মধ্যে এই তীর্থস্থানটি অবস্থিত । পূর্বে তারাপীঠ বাংলার সাধারণ মাটির বাড়ি আর মেছোপুকুরে ভরা গ্রামের মধ্যে অন্যতম ছিল। কিন্তু এর প্রসিদ্ধি মাতৃভক্ত ব্যামাক্ষেপা অর্থাৎ বামদেবের এক নামে তারাপীঠকে চেনা যায়। তারাপীঠের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সাধক হলেন বামাক্ষ্যপা (১৮৪৩ - ১৯১১)। তবে পৌরাণিক ইতিহাসের, লোকশ্রুতি বলে দক্ষের যজ্ঞে সতীর প্রাণ বিসর্জনের পর শিবের উন্মাদনা আর বিষ্ণুর সুদর্শণ চক্রের যখন সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় , ঠিক সেই মুহুর্তে সতীর তৃতীয় নয়ন এই তারাপীঠে পড়ে । ঋষি বশিষ্ঠ এইটি প্রথম দেখেন এবং সতীকে তারা রূপে পূজো করতে থাকেন । কিন্তু তিনি প্রচারের অন্তরালে থেকে গেছেন চিরকাল , তবু পীঠের বৈশিষ্ঠ্য তাঁকে ছেড়ে নয় , এখানেই তাঁর সাধক বৈশিষ্য বিরাজমান ।এই পীঠের বৈশিষ্ঠ্য হল এখানে সাধনা করলে জ্ঞান , আনন্দ ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । কিন্তু কিংবদন্তী বলে প্রথম যখন বশিষ্ঠ দেব এই তারা মায়ের পূজা করতে থাকেন , তখন তিনি অসফল হন । আর তিব্বতে গিয়ে বিষ্ণু অবতার বুদ্ধের কাছে পরামর্শ নেন । বুদ্ধদেব স্বপনাদেশে জানতে পারেন , তারা সিদ্ধ স্থান হল তারাপীঠ , এবং বুদ্ধদেব বাম মার্গের মদ্যমাংসাদি পঞ্চমাকার সহ তারাদেবীর পূজো করতে নির্দেশ দেন । বুদ্ধদেবের নির্দেশে বশিষ্ঠ বেদ ৩ লক্ষ বার জপ করলে তারামা সন্তুষ্ট হন । বুদ্ধ যে শিশুশিবকে স্তনপানরত অবস্থায় দেখেছিলেন , সেই রূপ দেখাতে , বশিষ্ট দেব মা কে প্রার্থনা করেন , মা প্রীত হন এবং সেই রূপই প্রস্তর অবয়বে রূপান্তরিত হয় ।

ইতিহাসের পাতা বলে রসায়নাচার্য নাগার্জুন তিব্বত থেকে বৌদ্ধ দেবী তারা সাধনপদ্ধতি ভারতে নিয়ে আসেন ।পালযুগেই এই ধর্ম বিকাশ পায়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দেবী হিন্দু ধর্মের উত্থানে হিন্দু দেবীতে পরিণত হয় ।তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের কাশ্যপ গোত্র কাশ্যপ মুনির বংশধর ছিলেন বামদেব ছিলেন উনিশ শতকের অপার প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক ।তন্ত্রের মননে আজ তিনি ঐ শতকের বার্তা । অল্প বয়সেই তাঁর গৃহত্যাগ এবং কৈলাসপতি বাবার হাত ধরেই তন্ত্রের হাতে খড়ি । বামদেব তারামায়ের একান্ত একনিষ্ট ভক্ত । তারাপীঠের নিকটবর্তী মল্ল রাজাদের মন্দিরময় গ্রাম মালুটি তাঁর সাধন ক্ষেত্র। তারাপীঠের মায়ের সন্তান তিনি । এখন প্রশ্ন হল হলঃ- মায়ের প্রতি এই সন্তান কিভাবে এক হয়েছিলেন । মাটির পুতুল নাকি কথা বলে , এমন কথা বাবার কাছে প্রথম তিনি শোনেন । আর তাকেই তিনি সত্য বলে মেনে নেন । বারে বারে মায়ের কাছে আছড়ে পড়েন তিনি । কিন্তু যখন সাধকের সাধনা নিত্য ছেড়ে সেই চরণে নিয়োজিত হয় , তখন মনে হয় সাধ্য সাধনা সমগ্র বাধাবিঘ্ন পরিত্যাগ করতে পারে , এখানেও তাই । ঈশ্বর ভক্তের আকুতি নেন , ভালোবাসা নেন , আর কিছু নাই । তাই বাংলায় বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন , আর সেই খোঁজে মায়ের সাথে তার সক্ষতা ।তারপর ধীরে ধীরে সাধনার গ্রুহ্য তত্ত্ব তিনি জানতে পারেন । একবার রাগ করে কাশীর মা অন্নপূর্ণার কাছে চলে যান ।কিন্তু দীর্ঘ দুদিন না খেয়ে আবার ফিরে আসেন ।তবে শোনা যায় , মা অন্নপূর্ণা তাঁকে নিজে হাতে খাবার খাইয়েছিলেন । পরে আবশ্য তিনি তাঁরও দেখা পান । মায়ের আদেশে তিনি ব্রহ্মাণ্ড আলাপ করেন । এমনকি তৎকালীন সমাজে তিনি অনেক অল্প বয়সী কিশোরীকেও দীক্ষা দেন এবং জীবন রক্ষা করেন । তারামায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সন্তান মানুষের আরোগ্যদানের তন্ত্র পুরুষ । লোকশ্রুতি তিনিই বশিষ্ঠ , সেই আদি পূজার মায়ের সন্তান । জীবনের প্রথম দিকে অনেক দারিদ্র্যের মাঝে বেড়ে উঠলেও নাটোরের রাণীর প্রাপ্ত স্বপ্নাদেশে মা বামদেবের খাবারের ব্যবস্থা করেন । তিনি মায়ের ক্ষ্যাপা ছেলে । রাগ অভিমানের অংশী ।একবার পূজোর আগেই তিনি মায়ের খাবার খেয়ে ফেলেছিলেন, আর তারপরই তিনি পুরোহিতদের রোষে পড়েন । মা স্বপ্ন দিয়ে বামদেবের প্রথম ভোজনের আদেশ দেন। এরপর থেকে মায়ের নৈবেদ্য আগে বামদেবকে সমর্পণ করা হত । পড়াশুনার প্রতি তাঁর একদমই মতি ছিল না , তাই তো তাঁকে হাজার চেষ্টা করেও সে পথে ব্রতী করানো যায় নি । “ছেলেটি তো অ , আ লেখেনি , সে লিখেছে জয় তারা “ জয় তারা “ , সবপাতাতেই একই কথা লিখেছে ।“বামাচরণের এই মাতৃ আবেদন তাঁকে সাধক বামাদেবে পরিগণিত করেছে। পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে তিনি “হাউড়া” নামে পরিচিত , যার অর্থ হল “নির্বোধ “ । মন্দির পরিচালনার কর্মচারী “দূর্গাদাস সরকার “ এর পরিচিত কৈলাস বাবাজীর সাথে বামদেবের পরিচয় । তারাপীঠে তিনিই প্রথম কৈলাচার্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর হাতেই ১৩১৮ বাংলার নরলীলায় জনকল্যাণ শুরু হয় ।দেবতা ও মানুষ , মানুষ ও পশুতে , জাত ও বেজাতে এবং ঘনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন নি ।তবে তিনি বাক্সিদ্ধ ছিলেন । মুখে যা বলে ফেলতেন সেটাই ঘটে যেত। তারাপীঠের নগেন পাণ্ডা খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন । তাঁর অনুনয়ে বামদেব স্থানীয় জমিদার পূর্ণচন্দ্র সরকারকে রোগমুক্ত করতে যান । কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই তিনি বললেন “ ও নগেন কাকা , এ শালা তো এখনি ফট” । তারপরি রুগী মারা যায় । এই হলেন বাক্সিদ্ধ বামদেব । লোক শ্রুতি বলে একবার মায়ের উপর ক্ষেপে গেলে মা বামদেব কে নিজের স্তন দিয়ে শান্ত করেন । সেই দেবী মাতৃকার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যক্তিপুরুষকে আজ শ্রদ্ধা জানাই । সনাতনী ঐতিহ্যে, মা তারার কৃপাধন্য তারাপীঠ প্রণাম । বামদেব তাই শাশ্বত আর যথার্থ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ডাংকি থেকে উধাও শানের গান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মুক্তি পেয়েছে রাজকুমার হিরানির সিনেমা 'ডাংকি'। তিন দশকের অভিনয় জীবনে এই প্রথম হিরানির সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন শাহরুখ। এই ছবির জন্য সারা বছর ধরে অপেক্ষা করেছিলেন সিনেমা প্রেমীরা। প্রথম দিনেই তাই 'ডাংকি' দেখতে প্রেক্ষাগৃহ ভিড় করেছেন খান ভক্তরা। শাহরুখের ছবি দেখে আপ্লুত দর্শক থেকে সমালোচক সবাই। তবে 'হতাশ' নাকি পশ্চিবঙ্গের গায়ক শান।

'ডাংকি' সিনেমাতে রয়েছে মোট তিনটি গান। একটি হল 'লুট পুট গয়া'। অরিজিৎ সিংয়ের গাওয়া এই গান মুক্তি পেয়েছিল আগেই। তা ছাড়াও রয়েছে 'ও মাহি' ও 'ম্যায় তেরা রাস্তা দেখুঙ্গা' গান দুটি। তবে এই তিনটি গান ছাড়াও নাকি আরও একটি গান থাকার কথা ছিল 'ডাংকিতে'। সেই গানের নাম 'দূর কহি দূর'। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই তথ্য শেয়ার করেছেন বাঙালি গায়ক শান। তিনি লেখেন, 'সুপ্রভাত! আজ তো ডাংকি ডে। আমি খুব এক্সাইটেড। আমি ছবি দেখার অপেক্ষায় রয়েছি। আমি নিশ্চিত, এই ছবিটা সবার খুব ভাল লাগবে। তবে আমি আমার তরফ থেকে সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই... এই ছবির জন্য আমি শ্রেয়া ঘোষালের সঙ্গে একটা ভীষণ সুন্দর গান রেকর্ড করেছিলাম, 'দূর কহি দূর'। কাশ্মীরে ওই গানের শুটিংও হয়েছিল। তবে ছবির সম্পাদনার সময় রাজু হিরানি সিদ্ধান্ত নেন গানটা ছবি থেকে বাদ দেওয়ার। তবে তিনি আমাকে সবটাই জানিয়েছিলেন। আমি জানি, ছবিটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমার আশা, অন্য কোনও ছবিতে ওই গানটা আপনারা শুনতে পারবেন।'

তার ও শ্রেয়ার গাওয়া গান ছবিতে না থাকা নিয়ে শান খোলাসা করলেও এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে মুখ খোলেননি হিরানি বা শাহরুখ কেউই। তবে শানের পোস্ট থেকে স্পষ্ট, তার গান 'ডাংকি' থেকে বাদ পড়া নিয়ে কোনও রকম ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়নি হিরানি ও তার মধ্যে।

'ডানকি' ছাড়া নিজের জন্য কিছু বানাইনি: শাহরুখ খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এক ক্যালেন্ডারেই দুটি ব্লকবাস্টার সিনেমা উপহার দিয়েছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। একটি 'পাঠান', অন্যটি 'জওয়ান'। এ দুই সিনেমা দিয়েই দুই হাজার কোটির বেশি বক্স অফিস কালেকশন এনেছেন শাহরুখ। এবার তিনি বছরের সর্বশেষ চমক হিসেবে নিয়ে এসেছেন 'ডানকি'। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রাজকুমার হিরানি। ছবির প্রচারে ইতোমধ্যে ব্যস্ত সময় পার করছেন কিং খান।

সম্প্রতি সিনেমাটির প্রচারের জন্য দুবাই গিয়েছিলেন তিনি। যেখানে ভক্তদের সঙ্গে সিনেমার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করেছেন শাহরুখ। ওই আলাপচারিতায় ডানকিকে নিজের ক্যারিয়ারের সেরা সিনেমা বলে অভিহিত করে শাহরুখ বলেন, 'জওয়ান'

সিনেমার সময় চিন্তা করেছিলাম, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু করা

দরকার। কিন্তু আমি নিজের জন্য এখনও কিছু বানাইনি। এরপর ডানকি প্রযোজনা করি। এটা সম্পূর্ণ আমার সিনেমা, যেটা আমার হৃদয়ের খুব কাছের।'

এই অভিনেতা আরও বলেনꠥপাঠানের সময় অনেক মানুষ অনেক কিছু বলেছেন। অনেকেই লিখেছেন, শাহরুখ এসব কী ধরনের চরিত্র করছেন! তখন ভেবেছি, আমার এমন কিছু করা উচিত, যা মন থেকে আসবে। পাঠান দিয়ে বছর শুরু করেছিলাম, যা ছিল আমার নারী ভক্তদের জন্য। বছর শেষ করছি ডানকি দিয়ে, যা বানিয়েছি সম্পূর্ণ নিজের জন্য। আমার বিশ্বাস, সিনেমাটি সবাইকে গভীরভাবে ছুঁয়ে যাবে, অনুপ্রাণিত করবে এবং হাসাবে।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসকারী অভিবাসীদের বা উদ্বাস্তুদের নিয়ে 'ডানকি' সিনেমার গল্প। কারণ তাদেরই 'ডানকি' বলা হয়। গল্প এগোবে শাহরুখের চরিত্রকে কেন্দ্র করে। সিনেমায় প্রকাশ হওয়া ট্রেলারে দেখা যায় লাল্টু নামে এক গ্রামের রেলস্টেশনে এসে থামে ট্রেন। বগির দরজা খুলে বের হন শাহরুখ। চোখে কালো এভিয়েটর সানগ্লাস আর কাঁধে সেই চিরচেনা ব্যাগ। গ্রামে আসার পর শাহরুখ ওরফে হার্ডির সঙ্গে পরিচয় হয় চার বন্ধুর। যাদের হার্ডি পরিচয় করিয়ে দেন 'হাঁদারাম বন্ধু'

হিসেবে। কারণ এই চার বন্ধুর জীবনে একটাই লক্ষ্য, লন্ডন যাওয়া।

প্রথমজন বাল্লি, যিনি একজন নাপিত। দেখতে-বলতে এক কথায় সহজসরল বাল্লি। দ্বিতীয় বন্ধু বোগু। সে টিপিকাল পাঞ্জাবি। মাথায় পাগড়ি। কাজ করেন কাপড়ের দোকানে আর বিক্রি করেন লেডিস পায়জামা। তৃতীয়জন হলেন সুখী; যিনি কথায় কথায় ইংরেজিত ঝাড়তেন, কিন্তু ভুল। চতুর্থ বন্ধু হলেন মান্নু; যাকে ভালোবাসেন হার্ডি। হার্ডির জন্য সারা দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত মান্নু। এই পাঁচজনকে লন্ডন পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন বোমান ইরানি ওরফে গুলাটি। মূলত গল্পে তিনি একজন ইংরেজি শিক্ষক। তবে শর্ত একটাই ইংরেজি শিখতেই হবে। এর পরই গল্প ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। গল্পে চলে আসে ২০০ বছর আগের ইতিহাস।

ইংরেজরা যখন ভারত শাসন করত, তখন তো তারা ভারতীয়দের কাছ থেকে অনুমতি নেয়নি, কিংবা ভারতীয়রা জিজ্ঞেস করেনি হিন্দি ভাষা জানা আছে কিনা। তাহলে এখন লন্ডন যেতে কেন ইংরেজি জানতে হবে বলে দুঃখ করেন হার্ডি। এরপর পাঁচজন বেরিয়ে পড়েন্ গন্তব্য একটাই। লন্ডন যেতেই হবে, বৈধ কিংবা অবৈধভাবে। এরপর হার্ডি এবং তাঁর বন্ধুদের তখন একাধিক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে দেখা যায় ট্রেলারে।

এমনকি তাঁকে একজন হামলাকারীর দিকে বন্দুক চালাতেও দেখা গেছে। তবে ট্রেলারের সবচেয়ে বড় চমক আসে, যখন শাহরুখ ২৫ বছর পর একজন বৃদ্ধের মতো তাঁর চেহারা প্রকাশ করেন। বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আঁকা 'ডানকি' মূলত প্রেম এবং বন্ধুত্বের মিষ্টি মিশ্রণে তৈরি একটি গল্প। গৌরী খান, রাজকুমার হিরানি আর জিও স্টুডিওর প্রযোজনায় 'ডানকি' আজ ভারতজুড়ে মুক্তি পাবে। আজ থেকে বাংলাদেশেও সিনেমাটির মুক্তির কথা রয়েছে।

জাহ্নবী কাপুরের গায়ের এই পোশাকের দাম দেড় কোটি টাকা!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে আবেদনময়ী লুকে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন জাহ্নবী কাপুর। যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে জাহ্নবী কাপুর দাঁড়িয়ে আছেন কোমর সমান নীল জলে। কৃত্রিম আলোয় চিকচিক করছে নীল জল। চুলগুলো এলোমেলোভাবে ছেড়ে দেওয়া। কাজলমাখা চোখে স্মোকি আই শ্যাডো। আঙুলে শোভা পাচ্ছে হীরার আংটি। তার পরনে অ্যাকুয়া ক্রিস্টাল ড্রপড ড্রেস। ছবিগুলো পোস্ট করেন জাহ্নবী কাপুর ক্যাপশনে লিখেছেন, 'ডার্ক ওয়াটার।' বাংলা তরজমায় 'অন্ধকার জল বা অন্ধ জল।' জাহ্নবী কাপুরকে এমন লুকে দেখে ভূয়সী প্রশংসা করছেন নেটিজেনরা। অনেকে তাকে 'আগুন' বলেও মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, 'কেবল তোমার জন্যই সাগরে আগুন লাগতে পারে।'

ব্যয়বহুল পোশাকটির মূল্য জানলে অনেকের চোখ কপালে উঠতে পারে। দ্য ফ্রি প্রেস জার্নাল জানিয়েছে, পোশাকটি প্রস্তুত করেছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড ড্যানিয়েল মোরান। ব্র্যান্ডটির ওয়েব সাইট ভিজিট করে দেখা যায়, পোশাকটির মূল্য ১ লাখ ৩০ হাজার ইউরো। বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি ৫৫ লাখ টাকার বেশি।

প্রয়াত বলিউড অভিনেত্রী শ্রীদেবী ও বনি কাপুর দম্পতির কন্যা জাহ্নবী কাপুর। ২০১৮ সালে 'ধড়ক' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন তিনি। এরপর 'রুহি', 'গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কার্গিল গার্ল', 'ঘোস্ট স্টোরিজ', 'মিলি' সিনেমায় অভিনয় করেছেন। 'দেবারা' সিনেমার মাধ্যমে দক্ষিণী সিনেমায় অভিষেক হতে যাচ্ছে তার।

জাহ্নবী কাপুর অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'বাওয়াল'। গত ২১ জুলাই মুক্তি পায় এটি। বর্তমানে জাহ্নবীর হাতে বেশ কটি সিনেমার কাজ রয়েছে। এ তালিকায় রয়েছে 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি', 'দেবারা', 'উলাজ'।

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন বলিউড তারকা শ্রেয়স

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত বৃহস্পতিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রেয়স তলপড়ে। ৪৭ বছর বয়সী এ অভিনেতার এমন খবরে ভক্ত-অনুরাগীরা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন।

কয়েকদিন আগেও জানা গিয়েছিল, আগের থেকে অনেক ভালো আছেন শ্রেয়স। তার পরিবারের লোকজনকে দেখে হেসেছেন কথাও বলেছেন তিনি।

এদিকে ইন্সটাগ্রামে শ্রেয়সের শারীরিক অবস্থা নিয়ে তার স্ত্রী দীপ্তি আপডেট দিয়েছিলেন। এবার চিকিৎসা শেষ করে হাসপাতাল থেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়া পেলেন শ্রেয়স।

জানা গেছে, ২০ ডিসেম্বর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন অভিনেতা শ্রেয়স। তার স্ত্রী দীপ্তি এদিন নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে বেশ কিছু ছবি একত্রিত করে একটি পোস্ট দেন। এতে দীপ্তি লেখেন, আমার প্রাণ, শ্রেয়স, সুস্থভাবে বাড়ি ফিরে এসেছে। দুঃসময়ে কাকে বিশ্বাস করব? এ প্রশ্নে আমি সেই সময় জর্জরিত ছিলাম। আজ আমি এর উত্তর পেয়েছি। ঈশ্বর ছাড়া আর কারও উপর বিশ্বাস রাখা যায় না। তারই করুণায় আমি শ্রেয়সকে ফিরে পেয়েছি। সেদিন রাত্রে আমি যখন সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছি, দশজন ছুটে এসেছিলেন মধ্যরাতের মুম্বাই শহরে।

তিনি আরও লেখেন, সেই মানুষগুলোর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন, পরিবার এবং হিন্দি-মরাঠি চলচ্চিত্র জগতের সকলকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমার পাশে থাকার জন্য, তারা এক মুহূর্তের জন্য আমাকে একা করে দেননি।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কথা উল্লেখ করে দীপ্তি লেখেন, বেলভিউ হাসপাতালের সকলকে অশেষ কৃতজ্ঞতা আমার, তাদের জন্যই আজ আমার স্বামী সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছে।

ভক্তদের কথাও তিনি লেখেন এভাবে, সর্বোপরি শ্রেয়সের সুস্থতা কামনায় যে অনুরাগীরা দিনাতিপাত করেছেন। ঈশ্বরের কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব, তার কৃপাতেই আমি স্বামীকে ফিরে পেয়েছি।

'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল' সিনেমার শুটিং চলছিল। সেই এর একটি অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং সেরে বাড়ি ফিরতেই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন অভিনেতা শ্রেয়স তলপড়ে।

জানা গেছে, ১০ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার হৃদযন্ত্র। তবে দ্রুত তাকে মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে অভিনেতার অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি সফলভাবে করা হয়।

দশজন নিয়ে
শেষ মিনিটে জয় রিয়ালের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জয় দিয়ে বছর শেষ করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তবে বেশ বেগ পেতে হয়েছে কার্লো আনচেলত্তির দলের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ডিফেন্ডার ন্যাচো ফার্নান্দেজ লাল কার্ড দেখেন। তখনই আলাভেসের মাঠ থেকে জয় তুলে নেওয়া কঠিন হয়ে যায় লস ব্লাঙ্কোসদের জন্য। তবে ওই লাল কার্ডে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প লিখতে পটু রিয়ালের জয়ের সম্ভাবনা একেবারে মুছে যায়নি। ম্যাচের যোগ করা সময়ে লুকাস ভাসকেস গোল করে সেটাই প্রমাণ করেছেন। তার গোলে ১-০ গোলে জিতে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান নিয়ে গ্রীষ্মকালীন মৌসুম শেষ করলো রিয়াল। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত অ্যাওয়ে ম্যাচে ৫৪ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন স্প্যানিশ সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার ন্যাচো। বেঞ্চে কোন ডিফেন্ডার না থাকায় মডরিচকে তুলে স্ট্রাইকার জোসেলুকে নামান রিয়াল কোচ। ফেদে ভালভার্দেকে নামিয়ে আনেন রক্ষণে। নিজেদের জাল রক্ষা করে তোলা আক্রমণে ফল মেলে ম্যাচের ৯২ মিনিটে। গোল করেন রাইট ব্যাক লুকাস ভাসকেস। ওই গোলে পূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে ১৮ ম্যাচে জিরোনার সমান ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে শীর্ষে আছে লস ব্লাঙ্কোসরা।

কালো ব্যাজ পরায়
খাজাকে আইসিসির সতর্কতা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গাজার ওপর ইসরায়েলের আগ্রাসনের প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিপক্ষে পার্থ টেস্টে বাহুতে কালো ব্যাজ পরে নেমেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার উসমান খাজা। এর আগে অনুশীলনে তিনি জুতোয় 'সবার জীবনের মূল্য সমান' ও 'স্বাধীনতা মানবাধিকার' বার্তা লিখেছিলেন। ওই জুতো পরে তিনি পার্থ টেস্ট খেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আইসিসি তাকে সতর্ক করেছিল। পরে খাজা বিশেষ বার্তা লেখা জুতো না পরলেও বাহুতে কালো ব্যাজ পরেছিলেন। সেটাও আইসিসির থেকে পূর্ব অনুমতি ব্যতিত। সেজন্য তাকে সতর্ক করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা। আইসিসির এক মূখপাত্র ক্রিকইনফোকে বলেছেন, পোশাক বা ক্রীড়া উপকরণ সংক্রান্ত আইসিসির 'এফ' ধারা ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়েছে উসমান খাজার বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে খাজা একটি ব্যক্তিগত বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত কোন বার্তা দিতে চাইলে আইসিসির অনুমোদন নিতে হয়। তিনি তা নেননি। বুধবার পর্যন্ত খাজার বিরুদ্ধে সাজার ঘোষণা আসতে পারে এমন খবর পায়নি ক্রিকইনফো। সেজন্য পাকিস্তানের বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্টে অনিশ্চিত নন তিনি। তবে পরবর্তীতে আইসিসির ধারা ভঙ্গ করলে তাকে ম্যাচ ফি'র ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। এছাড়া ১২ মাসের মধ্যে চারটি ডি মেরিট পয়েন্ট পেলে ম্যাচ নিষেধাজ্ঞায় পড়তে পারেন। আইসিসির আইনে বিষয়টি নিয়ে বলা আছে, ম্যাচ অফিসিয়াল বা খেলোয়াড় আইসিসির অনুমোদন ছাড়া পোশাক কিংবা ক্রীড়া সামগ্রীতে কোন লেখা, প্রতীক, গ্রাফিতি, গ্রাফিক্স করা বার্তা, ছবি বা অন্য কোন প্রদর্শন করতে পারবেন না। কোন বার্তা প্রদর্শন করতে হলে আইসিসি পরিচালনা বিভাগ থেকে অনুমতি নিতে হবে। তবে কোনভাবেই রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা বর্ণ সম্পর্কিত বার্তা অনুমোদন দেওয়া হবে না।

ডিএনএ পরীক্ষায় নেগেটিভ,
সেই নারী পেলের সন্তান নন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পেলের মেয়ে দাবি এক নারী হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। তবে সেই দাবি শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না। ডিএনএ নুমনা পরীক্ষায় ওই নারীর ফল নেগেটিভ এসেছে। গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর পরপারে পাড়ি জমানো পেলে মোট সাত সন্তান রেখে যান। পেলের ছেলে জানিয়েছেন, ডিএনএ পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গেছে সে আমাদের বোন নয়।

পেলের কন্যা দাবি করা এই নারীর পরিচয় নিয়ে খুব বেশি জানা যায়নি। গত মার্চে তিনি আলোচনায় আসেন, যখন পেলের রেখে যাওয়া সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নিয়ে কথা প্রচার হয়।

পেলে বেঁচে থাকতেই ডিএনএ পরীক্ষার কথা ছিল না। তবে করোনা মহামারির কারণে পেলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। যে কারণে তখন ডিএনএ পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পেলের ৫৩ বছর বয়সী ছেলে এদিনিও এখন তার বাবার রেখে যাওয়া সম্পত্তির দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন, ডিএনএ পরীক্ষা দুই মাস আগে সম্পন্ন হয়েছে।

অভিষেকের পরই
অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শেষ শাহজাদের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বড় ব্যবধানে হেরে যাওয়া পার্থ টেস্টে পাকিস্তানের সামান্য যা কিছু উজ্জ্বল দিক ছিল, এর মধ্যে একটি খুররাম শাহজাদের বোলিং। অভিষেক টেস্টেই নজর কেড়েছিলেন তিনি। কিন্তু আপাতত শুরুতেই থমকে যেতে হচ্ছে ২৪ বছর বয়সী এই পেসারকে। চোটের কারণে খেলতে পারবেন না তিনি সিরিজের বাকি দুই টেস্টে।

অভিষেক টেস্টে বোলিংয়ের সময়ই অবশ্য ব্যথা আর অস্বস্তির কথা বলেছিলেন শাহজাদ। পরে স্ক্যান করতে পাঠানো হয় তাকে। সেখানেই ধরা পড়ে পাঁজরের হাড়ে চিড়। এছাড়া তলপেটের পেশিতেও চোট আছে তার। অস্ট্রেলিয়াতেই বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে তার চিকিৎসার পরবর্তী ধাপগুলো ঠিক করা হবে। এরপর দেশে ফিরে লাহোরে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে চলতে পুনর্বাসন পর্ব।

পার্থ টেস্টে পাকিস্তান ৩৬০ রানে হেরে গেলেও শাহজাদ দুই ইনিংসে নেন ৫ উইকেট। দুই ইনিংসেই আউট করেন তিনি স্টিভেন স্মিথকে। প্রথম ইনিংসে স্মিথের পাশাপাশি দুর্দান্ত ডেলিভারিতে মিচেল মার্শকে ৯০ রানে বোল্ড করেন তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে ডেভিড ওয়ার্নারকে ফেরান তিনি শূন্য রানে, মার্নাস লাবুশেনকে ২ রানে। ব্যথা নিয়েই অবশ্য দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করেন তিনি। এতে তার বোলিংয়ের গতি কমে যায় কিছুটা। তবে কার্যকারিতা কমেনি। বরং এই ইনিংসেই বেশি ভালো বোলিং করে ৪৫ রানে নেন ৩ উইকেট।

শাহজাদকে হারানো পাকিস্তানের বোলিং আক্রমণের জন্য আরেকটি বড় ধাক্কা। এমনিতেই মূল পেসারদের একজন নাসিম শাহকে তারা পাচ্ছে না চোটের কারণে। পায়ের চোটের কারণে প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি লেগ স্পিনার আবরার আহমেদ। দ্বিতীয় টেস্টেও তার খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আবরারের বিকল্প হিসেবে যে স্পিনার দলে ছিলেন, সেই বাঁহাতি স্পিনার নোমান আলিও দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে পারবেন না আঙুলের চোটে। তার কাভার হিসেবে উড়িয়ে আনা অফ স্পিনার সাজিদ খানকে তাই দেখা যেতে পারে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের একাদশে।

শাহজাদের বদলে কোনো পেসারকে খেলাতে হলে স্কোয়াডে আছেন হাসান আলি ও মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র।

বক্সিং ডে টেস্টের আগে মেলবোর্নে একটি দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। সূচিতে না থাকলেও প্রথম টেস্টে দুর্দশার পর প্রস্তুতির জন্য ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে অনুরোধ করে ম্যাচটি পেয়েছে তারা।

স্টার্ক-কামিন্সের রেকর্ড দাম;
ডি ভিলিয়ার্সের আপত্তি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুবাইয়ে ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ আইপিএলের মিনি নিলাম। এবারের নিলামে দুইবার সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের রেকর্ড হয়েছে। শুরুতে স্যাম কারানের রেকর্ড ভেঙে ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে হায়দরাবাদে যান প্যাট কামিন্স। ঘণ্টা দুয়েক পরই সেই রেকর্ড ভেঙে দেন মিচেল স্টার্ক। এই পেসারকে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কিনেছে কলকাতা। যা আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামের রেকর্ড।

তবে এই দুই অজির মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্স।

ডি ভিলিয়ার্স বলেন, 'মুম্বাই খুবই স্মার্ট কেনাকাটা করেছে। মুম্বাই, চেন্নাই এবং অন্য যে দলগুলো আইপিএলে ভালো করে, তাদের কেনাকাটাও ভালোই হয়ে থাকে। তারা ভেবেচিন্তেই কেনে, আবেগ দিয়ে কেনে না। কামিন্স ও স্টার্ক, দু'জনই অবিশ্বাস্য ভালো বোলার। তবে সত্যিটা হচ্ছে, এতটা দামের কি? এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে এবারের নিলামে ফাস্ট বোলারদের চাহিদা কত বেশি ছিল। দাম শুধু বাড়তেই থাকল।'

দুই অজি পেসারের রেকর্ড গড়া দামে বিস্মিত গিলেস্পিও। তিনি বলেন, 'প্যাট অবশ্যই ভালো মানের বোলার, ভালো মানের নেতাও, যা আমরা এরই মধ্যে দেখেছি। তবে টিটোয়েন্টি ওর সেরা সংস্করণ নয়। তাকে আমি টেস্ট বোলারই মনে করি। টেস্ট ক্রিকেটই তার আসল জায়গা।'

শীর্ষে থেকেই বছর
শেষ করছে আর্জেন্টিনা

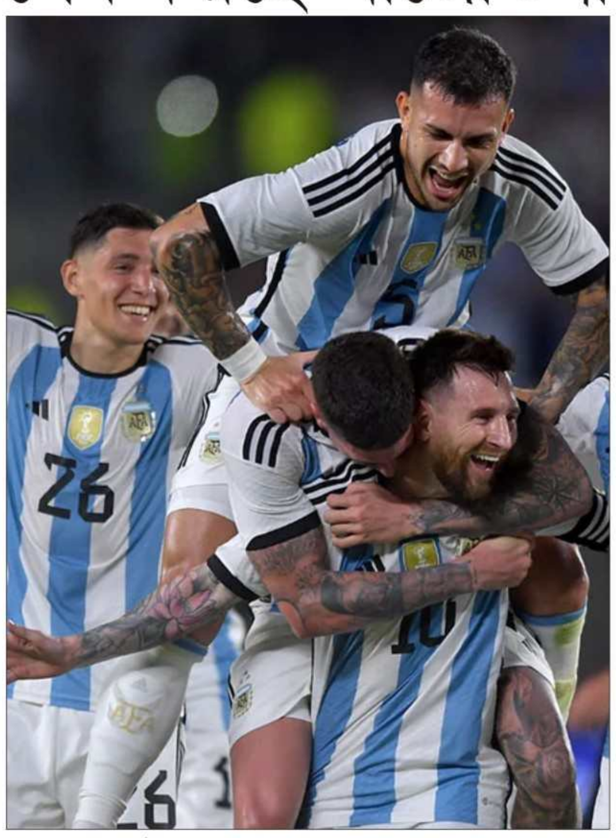

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফিফা র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। গতকাল বৃহস্পতিবার ২০২৩ সালের সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে ফিফা। যেখানে শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা।

আর্জেন্টিনার পরই আছে ফ্রান্স। তিনে অবস্থান করছে ইংল্যান্ড। গত মাসে প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়েও সেরা তিনে ছিল তারা। সেরা তিনের মতোই সেরা দশেও কোনো পরিবর্তন আসেনি। পাঁচে আছে ব্রাজিল।

গত বছরের ডিসেম্বরে কাতারে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতলেও বছর শেষের র‍্যাঙ্কিংয়ে আর্জেন্টিনার অবস্থান ছিল দুইয়ে। শীর্ষে ছিল ব্রাজিল। ফিফা ২০২৩ সালে প্রথম র‍্যাঙ্কিং হালনাগাদ করে এপ্রিলে। তখন ব্রাজিলকে টপকে শীর্ষে উঠে আসে আর্জেন্টিনা। সেই থেকে বছরের বাকি ছয় হালনাগাদ র‍্যাংকিংয়েও ১ নম্বর স্থান ধরে রাখে লিওনেল মেসির দল।

ইংল্যান্ডের পেসার
অস্ট্রেলিয়ায় নিষিদ্ধ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার আচরণবিধি ভঙ্গ করে ৪ ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন ইংল্যান্ডের পেসার টম কারেন। বিগ ব্যাশে সিডনি সিক্সার্সে খেলার সময় আম্পায়ারের প্রতি অশোভন আচরণের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। তিনি আচরণবিধির তৃতীয় পর্যায়ের ধারা ভেঙেছেন বলেও অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনা হোবার্ট হারিকেনসের বিপক্ষে ১১ ডিসেম্বরের ম্যাচের আগের। ওয়ার্ম আপের সময় রান নেওয়ার অনুশীলন করছিলেন কারেন। উইকেট দেখভালের দায়িত্বে থাকা চতুর্থ আম্পায়ার তাকে উইকেটের ওপর দিয়ে রান নিতে নিষেধ করেন। কিন্তু কারেন আম্পায়ারের ওপর ক্ষোভ দেখান। চোখ রাঙিয়ে আম্পারকেই পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলেন। পরে উইকেটের অন্য প্রান্তে গিয়ে এমন ভাবে রান নিতে উদ্যত হন যে, আম্পায়ারের গায়ে ধাক্কা দেবেন। পরে আম্পায়ার তার পথে থেকে সরে দাঁড়ান। ভিডিও ফুটেজ দেখে বিগ ব্যাশ কতৃপক্ষ ম্যাচ অফিসিয়ালের প্রতি কারেনের ক্ষোভ প্রকাশের বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। যেখানে ২.১৭ ধারায় আম্পায়ারের প্রতি বাজে আচরণ বা হস্তক্ষেপের প্রমাণ পেয়েছে। যে কারণে তাকে চারটি বোনাস পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে এবং চার ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছে।

তবে সিডনি সিক্সার্স জানিয়েছে, কারেনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তারা আপিল করবে, 'টম ও ক্লাব মনে করে যে, টম জেনে বুঝে ওমন আচরণ করেনি। আমরা সেজন্য আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছি। মাঠে ফেরার এই প্রক্রিয়ায় আমরা টমের পাশো আছি।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR